মাচ্ (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry) বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা আমেরিকান সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত্ব ১৯৯৮ সাল থেকে মাচ্ প্রকল্প -এর সহযোগী সংগঠন সমূহ (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ এবং কারিতাস বাংলাদেশ) এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনটি বৃহৎ জলাভূমি (শ্রীমঙ্গলের হাইলহাওড়, তুরাগ বংশী নদী এবং কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা এবং শেরপুরের কংসমালিঝি অববাহিকা) অঞ্চলে জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা বর্ষা মৌসুমে এই জলাভূমিগুলো প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা প্রায় ১০০টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয় ১১০টি গ্রামে বসবাসকারী ১,৮৪,০০০ এর উপর লোক এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত্ব

বাংলাদেশের জলাভূমি সম্পদের সহব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিউনিটির কাজে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতাঃ মাচ্ প্রকল্পের দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৯৮ সাল থেকে মাচ্ প্রকল্প তিনটি বড় জলাভূমিতে টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য তিনটি দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে (ক) স্থানীয় জনগণ এবং স্থানীয় সরকারকে জড়িত করে টেকসই সহব্যবস্থাপনা চালু করা (খ) ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং (গ) জলাভূমির উপর নির্ভরশীল দরিদ্র লোকদের জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান্ব এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে যা কিছু উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলোর বেশীর ভাগই কার্যকর বলে প্রমানিত হয়েছে এসব পদ্ধতির সাফল্যের বিষয়ে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা অন্যদের সাথে বিনিময় করার জন্য মাচ্ প্রকল্প বিষয়বস্তু ভিত্তিক একটি সারসংক্ষেপ নীতি তৈরী করেছে এই সারসংক্ষেপটিতে মূলতঃ তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে মাচ্ প্রকল্প সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অধীনে স্থানীয় জনগণের কাজে স্থানীয় সরকারকে অন্তর্ভূক্ত করে জলাভূমি সম্পদের পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সফলতা অর্জন করেছে এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও সম্প্রসারণ করার জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করা হল্বে

পটভূমি:

সহব্যবস্থাপনা হচ্ছে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারকারী/এলাকাবাসী এবং সরকারের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার একটি প্রক্রিয়্ব এটি সাধারণত: সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের ভাগ দেয়া বোঝায় মাচ্ প্রকল্পের পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারকারী তথা স্থানীয় জনগণের সাথে স্থানীয় প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে এবং এভাবেই জলাভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহব্যবস্থাপনার একটি নিয়ম চালু হয়েছে

মাচ্ প্রকল্পের পরিকল্পনা তৈরীর সময় যখন অতীতের অভিজ্ঞতা যাচাই করা হচ্ছিল তখন দেখা যায় যে, অতীতে বহু মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে মূলত: ঐ সব প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগণকে জড়িত করা হয়নি বল্বে অবশ্য পরবর্তীতে সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে অনেক সময় স্থানীয় জনগণকে জড়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে বটে কিন্তু তাতে স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর কাউকে জড়িত না করে শুধু স্থানীয় গরীব জেলেদের জড়িত করা হয় ফলে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে মৎস্য ব্যবস্থাপনার নিয়মটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের স্বার্থে সম্পদকে দখল করে

মাচ্ প্রকল্প এসব প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্ম পদ্ধতি তৈরী করে প্রথমত: সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনে একটি জলাভূমি এলাকার সমস্ত লোকদেরকে বিবেচনায় আনা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে ঐ জলাভূমি এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী প্রভাবশালী শ্রেণী, মহিলা, দরিদ্র জেলে ও কৃষক্ব দ্বিতীয়ত: এটি স্থানীয় সরকার ও নির্বাচিত সদস্যদের জড়িত করেছে যাতে করে স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর শক্তি বৃদ্ধি এবং টেকসই সমর্থন লাভ করা যায় অন্যান্য প্রকল্পও সহব্যবস্থাপনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে কিন্তু মাচ্ প্রকল্প সেখানে এক ধাপ এগিয়ে সহব্যবস্থাপনার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় স্থানীয় সরকার কমিটির মাধ্যমে যা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের দ্বারা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করা হয়

মাচ্ পদ্ধতি

সহব্যবস্থাপনার নিয়মকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া

সমাজভিত্তিক সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকারকে জড়িত করা একান্ত প্রয়োজন যা জলাভূমি ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে পারে এবং যা সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে অর্জন বেশ কঠিন্ব এছাড়া প্রকল্পোত্তর স্থায়ীত্বশীলতা রক্ষা করার জন্য স্থানীয় সরকার ও সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠন করা প্রয়োজন্ব

- মাচ্ প্রকল্প এলাকার পাচঁটি উপজেলার প্রতিটিতে স্থানীয় সরকার কমিটি গঠন করা হয়েছে সে গুলোতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য সচিব এবং সরকারের উপজেলা পর্যায়ের সংশি ষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা, সংশি ষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন এবং সম্পদ ব্যবহারকারী দলের ফেডারেশন (**এফআরইউজি:** যাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালিত হয়) প্রতিনিধিবৃন্দ সদস্ব তাদের নিজস্ব এলাকার সংশি ষ্ট জলাভূমির মধ্যে ব্যবস্থাপনাগত সমন্বয় আনার জন্য তারা নিয়মিতভাবে সভা করে্ব সংশি ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন্ব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে জলাভূমি এলাকার স্বার্থ সংরক্ষকারী হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের সভাতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা সহায়কগণ ভূমিকা এবং তদারকি করেন্ব তারা বিভিন্ন (যেমন কৃষি, মৎস্য এবং পশুপালন প্রভৃতি) খাতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে া হয়) তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ সদস্ব তাদের নিজস্ব এলাকার সংশি ষ্ট জলাভূমির মধ্যে ব্যবস্থাপনাগত সমন্বয় আনার জন্য তারা নিয়মিতভাবে সভা করে্ব সংশি ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে্ব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে জলাভূমি এলাকার স্বার্থ রক্ষাকারী হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের সভাতে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তারা সহায়ক ভূমিকা এবং তদারকি করে্ব তারা বিভিন্ন (যেমন কৃষি, মৎস্য এবং পশুপালন প্রভৃতি) খাতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকেন্ব
- ২০০৫ সালে এই কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালনার নিয়মাবলী এবং কমিটি সমুহের নামের ব্যাপারে মৎস্য বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে এবং মৎস্যবিভাগ সুপারিশ করেছে তা যেন মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় ইতোমধ্যে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় একমত হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার কমিটি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে যতদিন উপজেলা মৎস্য কমিটি তৈরী এবং প্রতিস্থাপন না হবে্ব

মৎস্য সহব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ধরণ

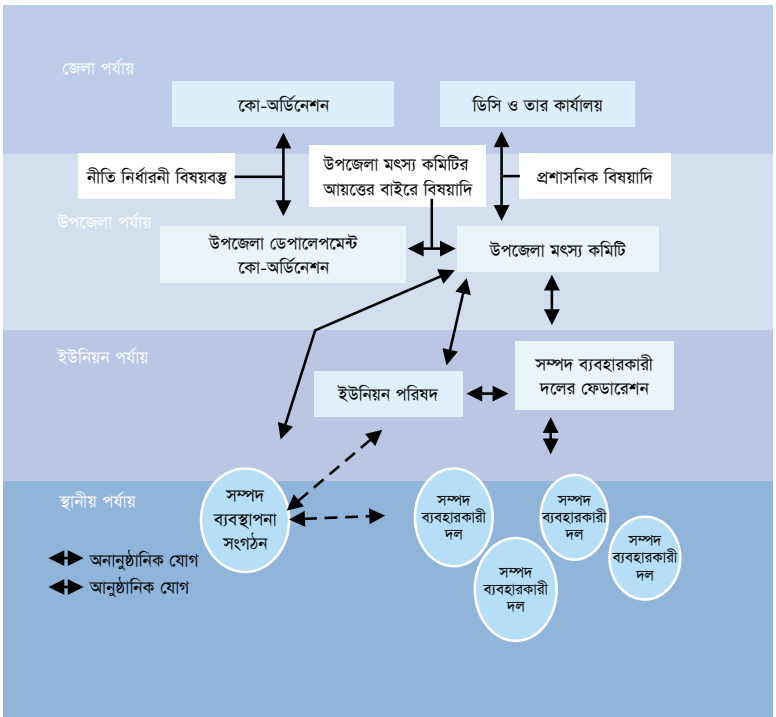

আরএমও প ্যানিং সেশন

সমাজভিত্তিক সংগঠনের ক্ষমতায়ন

স্থানীয় সরকার কমিটিতে কার্যক্রম শুরু করার এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবার পূর্বে মাচ্ প্রকল্পের আরএমওর মত সামাজিক সংগঠনগুলোকে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং তাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করা উচিত্ব এটি তাদের দর কষাকষি করার জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং নিজেদের স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের সমমর্যাদায় মনে করার সাহস যোগাবে্ব এছাড়া তারা স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কারিগরী সহায়তা বা সেবা চাইতে পারবে্ব

- মাচ্ প্রকল্প তাদের তিনটি কর্ম এলাকায় ১৬টি আরএমওকে ক্ষমতায়ন করেছে, যেন সেগুলো টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে্ব প্রথম দিকে মাচের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং উত্তম অনুশীলনকে অনুসরণ করা হয়, যাতে করে আরএমওগুলো জলাভূমি গুলো ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা তৈরী এবং উৎকৃষ্ট অনুশীলনকে অনুসরণ করতে পারে, যেন জলাভূমি ব্যবস্থাপনা এবং মাছের আবাস এলাকা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারে্ব মাচ্ আরএমও-এর যোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ করে সংগঠন ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ, নেতৃত্বের বিকাশ এবং আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে্ব এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, নেটওয়ার্কিং এর আয়োজন করা হয় উপরন্তু তারা, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের (মৎস্য ও পরিবেশ অধিদপ্তর) কর্মকর্তাদের সাথে এডভোকেসি করে্ব
- আরএমও সরকারের সমাজসেবা বিভাগের সাথে রেজিস্ট্রিকৃত যাতে তাদের সংবিধান এবং বাৎসরিক বাজেট অনুমোদিত হয়েছে্ব দশ বছরের জন্য তারা কিছু জলাভূমি এলাকায় প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে এবং প্রায় ৬০ শতাংশ আরএমও সদস্য দরিদ্র শ্রেণীভূক্ত - যারা আলাদা (সম্পদ ব্যবহারকারী বা আরইউজি) সংগঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে - সে সংগঠনের মাধ্যমে তারা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং ঋণ পাচ্ছে্ব
- সমাজভিত্তিক সংগঠনকে ক্ষমতায়নের কৌশল হিসাবে মাচ্ প্রকল্প স্থানীয় প্রভাবশালী বা গন্যমান্য ব্যক্তি বা স্থানীয় প্রতিনিধিত্বকারীদের-যারা তেমন শোষণকারী নয় এবং যারা গরীব আরএমও সদস্যদের জীবিকার প্রতি সহানুভূতিশীল- তাদেরকে চিহ্নিত করেছে এবং জড়িত করেছে্ব

স্থায়ীত্বশীলতার বিষয়

হাইল-হাওড়

প্রকল্পের সহায়তা শেষে ব্যবহার করার জন্য কিছু অর্থ আলাদা করে রাখা দরকার। তা দিয়ে এলজিসি এবং সম্পদ সংরক্ষণের কর্মসূচী পরিচালনা করা সম্ভব হবে এবং তা সম্পদের ভিত্তি ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করবে। সরকারের নির্দেশের মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনা এবং যে কোনো ধরনের অর্থায়নের ব্যবস্থাকে পুরো মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে যেন সেগুলো প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার পরে যথাসম্ভব স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকর্তা পরিবর্তন সীমিত রেখে চালু রাখা যায়।

- প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে একটি টেকসই ব্যবস্থাপনার নিয়ম চালু করার অংশ হিসাবে মাচ্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এলজিসিকে (পরবর্তীকালে ইউএফসিতে রূপ নেবে) একটি থোক বরাদ্দ দিতে হবে যেখান থেকে মূল টাকা খরচ করা যাবে না কিন্তু তা থেকে যে সুদ পাওয়া যাবে তা খরচ করা যাবে। এই টাকা দিয়ে সভা, সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং মাছের আবাসস্থলকে পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে
- বিগত ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে পরীক্ষাধীন ভাবে এলজিসিকে এক বছরের আয়ের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন বরাদ্দ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে এই কথা মাথায় রেখে যে, তা থেকে যে আয় হবে তা হিসাব খোলার কেবল বার মাস পর থেকে লভ্যাংশ হিসাবে যোগ হবে। আইনবিদের সাথে পরামর্শ করে মে ২০০৫ এ মাচ্ প্রকল্প একটি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন তৈরি করেছে। এটি করা হয়েছে আরএমও ও এলজিসির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার মতামতের আলোকে ৩৬ মিলিয়ন টাকা অনুমোদনের একটি চূড়ান্ত সার্কুলার তৈরি করা হয়েছে যা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় জানুয়ারি ২০০৬ এ অনুমোদন করেছে। এটি জমা দেওয়ার দুসপ্তাহের মধ্যে মৎস্য বিভাগ থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে
- মাচের সাফল্য এবং সহব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার একটি কাঠামো সৃষ্টি করে যা মৎস্য বিভাগকে এই কৌশলটি দেশের অন্যান্য এলাকায় প্রয়োগের জন্য উৎসাহিত করে। ফলে এই সহব্যবস্থাপনা কাঠামো মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য বিভাগের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশল এর অংশ হিসাবে অনুমোদন করা হয় যা সারা দেশে সংকটপূর্ণ জলাভূমিগুলিতে প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা

স্থানীয় সরকার কমিটিগুলোকে অব্যাহতভাবে চালু রাখার জন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার পদ্ধতি অনুশীলন জরুরী। এজন্য স্থানীয় সরকার কমিটি ও সংগঠণের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদানের একটি সহজ পদ্ধতি থাকা ব্যঞ্চনীয়

- এলজিসি তৈরি করার সময় মাচ্ প্রকল্প স্বচ্ছ পদ্ধতির ওপর বেশ গুরুত্ব দেয় যা তাদের কমিটিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচকদের কাছে জবাবদিহি করা এবং একে অন্যের কাছে জবাবদিহি করার নিয়ম সৃষ্টি করে। এই স্বচ্চতা টিকিয়ে রাখার জন্য মাচ্ প্রকল্প একটি যোগাযোগ পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে যার মাধ্যমে এলজিসি ও আরএমওর মধ্যে নিয়ম মাফিক কাজের অগ্রগতির আদান-প্রদান হয়। অন্যদিকে স্থানীয় সংগঠনগুলোর সাধারণ সভায় অন্যান্য সদস্যদের অংশগ্রহণ ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটি নিশ্চত করা হয়

সময়সীমা

স্থানীয় সরকার এবং আরএমওদের মধ্যে বিশ াস তৈরি করা, বোঝাপড়া, স্বচ্ছতা এবং কার্যকরী সম্পর্ক তৈরি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার

- মাচ্ প্রকল্প দীর্ঘ সময় নিয়ে এই কৌশলটি তৈরী করেছে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। এটি তৈরী করা হয়েছে স্থানীয় জড়িত ব্যক্তিদের সমস্যা ও সমাধান চিহ্নিত করার উপর ভিত্তি করে। সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলো তৈরি করা হয়েছে সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আরএমও) এবং জীবিকার উন্নয়নের (আরইউজি) জন্য। এই দলগুলো সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এলজিসি গঠনের মাধ্যমে যা ভবিষ্যতে ইউএফসি বলে অভিহিত করা হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানকে স্বনির্ভর এবং আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের ততটুকু তহবিলই দেওয়া হয়েছে যা তারা ব্যবস্থাপনা করতে পারবে এবং যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাদের জবাবদিহিতারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কিছুই করা হয়েছে বিগত আট বছরে প্রকল্পের শুরুর সময় থেকে

খনন

বিস্তৃতি

বৃহৎ জলাভূমির জন্য এই ধরনের নিবিড় কৌশল অর্থনৈতিকভাবে কম ব্যয়বহুল হবে

- মাচ্ বৃহৎ তিনটি জলাভূমি এলাকায় কাজ করেছে (ক) হাইল হাওড়-একটি বৃহৎ গভীর প াবনভূমি(খ) তুরাগ বংশী প াবনভূমি একটি সাধারণ নদী প াবনভূমি এলাকা এবং (গ) কংস মালিঝি অববাহিকা একটি হঠাৎ বন্যা উপদ্রুত এলাকা

মাচ্ আরএমওসমূহ তৈরি করেছে ১,৮৪,০০০ লোকের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ১১০টি গ্রাম এলাকায়-যারা সরাসরি জলাভূমির উপরে নির্ভরশীল এসব এলাকাগুলোতে দেখা গেছে যে, সহব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায় উপরন্তু এতে মৎস্য উৎপাদন ও আহরনও বৃদ্ধি পেয়েছে

মূল বার্তা

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সংগঠনের সমর্থনে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া দরকার যা মাচের এলজিসি/ইউএফসি দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণে হওয়া উচিত্ব সমাজভিত্তিক সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে জড়িত করা অত্যাবশ্যক যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে সহায়তা দিতে পারে এর আগে প্রকল্প বা বাংলাদেশ সরকারের মনোযোগ দেওয়া দরকার যারা এলজিসিতে সমাজভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে,তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাতে করে তারা তাদের সমাজের লোকদের স্বার্থ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে পারে পরিশেষে, আরো চেষ্টা করা দরকার স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাতে এলজিসির সকল সদস্যের জবাবদিহিতা থাকে

নীতিমালাগত সুপারিশ

এই নীতিমালাগত সুপারিশ তৈরি করা হয়েছে মাচ্ প্রকল্পের ২০০০-২০০৬ এর অভিজ্ঞতা থেকে

১. প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা মৎস্য কমিটি তৈরী করার জন্য সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তি থাকা দরকার বিশেষত যেখানে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি রয়েছে বিশেষ করে যেখানে বৃহৎ জলাভূমি বর্তমানে কোনো ব্যবস্থাপনা ছাড়া বা অত্যন্ত দূর্বল ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে সেখানে সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার

২. যেখানে অনেকগুলো জলাশয় রয়েছে যা মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি এলাকা সৃষ্টি করেছে সেখানে সহব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা দরকার

৩. ক্রমশ: বেশীর ভাগ জলাভূমির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে উপজেলা মৎস্য কমিট্রি

৪. সামাজিক সংগঠনগুলোর একে অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করা উচিত্ব

৫. এই বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের (উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা) অবহিতকরণ বিশেষ করে চালু রাখতে হবে

৬. সংকটপূর্ণ জলাভূমি এলাকার সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মাচ্ প্রকল্পের তহবিল বরাদ্দের মত সরকারের কিছু অর্থ বরাদ্দ দেওয়া দরকার৷

৭. সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোকে সংশি ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া দরকার

৮. স্থানীয় সরকার কমিটি (ইউএফসি) সমাজভিত্তিক সংগঠন গুলোর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার কর্মকান্ডের মান নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ কর্মকান্ড হাতে নিতে পারে

৯. মৎস্য বিভাগের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৌশলকে আরো বিকশিত করা উচিত যাতে মাচ্ প্রকল্পের অনেক বা অধিকাংশ সুপারিশ অর্ন্তনিহিত রয়েছে

১০. সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে যদি কোনো নীতিমালা পরিবর্তন করতে হয় তাহলে তা স্থানীয় সহব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যারা জলাভূমির সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে করা দরকার

১১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের ভূমিকা ইউএফসি তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের এবং তাদের টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকার এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এটি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে

REFERENCES

MACH (2005) MACH-II Annual Report, November 2004-October 2006. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.
MACH (2005) Local Governance and Empowerment of the Poor for Improved Wetland Management in Bangladesh. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.
MACH (2006) Part 1: Achievement, Influence and Future. Briefing Packet for USAID Evaluation Team. March 2006. Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.

রচনা: ডেরেল ডেপার্ট | **সম্পাদনা:** এষা হোসেন, ড: পল থমপসন এবং মাসুদ সিদ্দিকী | **সমন্বয়:** এষা হোসেন | **ভাষান্তর:** ডঃ খুরশীদ আলম, শচীন্দ্র হালদার ও দানিয়েল ভূঁইয়া

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মাচ্ হেডকোয়ার্টার, বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬, URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net